দৈনিক জনকণ্ঠ

৩০/১০/২০০০

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ দখলের জন্য জোর লবিং

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) প্রায় একমাস ধরে উপাচার্য শূন্য। উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে স্থবির হয়ে পড়েছে। এদিকে এই পদটি দখলের জন্য বিএনপি সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যে জোর লবিং শুরু হয়েছে।

গত ২ অক্টোবরে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যান। তিনি, ময়মনসিংহ শহরে গিয়ে এক ভাড়াটে বাসায় ওঠেন। দীর্ঘ ২৬ দিন চলে গেলেও তিনি পদত্যাগ করেননি, ক্যাম্পাসেও ফিরে যাননি।

উপাচার্যের এই ক্যাম্পাস ত্যাগ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। কারণ আওয়ামী লীগের নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও নির্বাচনোত্তর এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি যে তাঁকে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে হবে। ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাবার পর দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত পদ ত্যাগ না করায় বিস্ময় আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও শোনা যাচ্ছে, তিনি (উপাচার্য) পদত্যাগ করার জন্য প্রস্তুতি নিলেও রাজনৈতিক কারণে পারছেন না।

এদিকে পদত্যাগ না করলেও উপাচার্য যে আর এই পদে যোগ দিচ্ছেন না তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে সরকারকে নতুন উপাচার্য নিয়োগ দিতে হবে।

এই পদ লাভের জন্য বিএনপি সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যে জোর তৎপরতা ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

উপাচার্য পদে আগ্রহী হিসাবে যাঁদের নাম শোনা যাচ্ছে তাঁরা হলেন, অধ্যাপক ড. আবদুল হালিম।

অধ্যাপক ড. রফিকুল হক ভূঞা, অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক ড. এ এম ফারুক, অধ্যাপক ড. মোশাররফ হোসাইন মিঞা, অধ্যাপক ড. খন্দকার সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। এদের মধ্যে অধ্যাপক ড. আবদুল হালিম ১৯৯১ সাল থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত সালনা পোস্টগ্রাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর পদে চাকরি করেন। কিন্তু তাঁর কার্যক্রমে অনেকেই সন্তুষ্ট নন বলে একটি মহল প্রচার চালাচ্ছে। অপর দু'প্রার্থী অধ্যাপক ড. রফিকুল হক ভূঞা ও অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমানের অবসরগ্রহণ করার সময়কাল যথাক্রম ২০০২ ও ২০০৩। এদের ক্ষেত্রে সরকার চাকরির সময়কালকে বিবেচনায় রাখছে বলে জানা গেছে।

বিএনপির সবচেয়ে আস্থাভাজন শিক্ষক হিসাবে পরিচিত অধ্যাপক ড. খন্দকার সিরাজুল ইসলাম। কিন্তু তিনি কিডনি রোগে আক্রান্ত। এই অবস্থায় কে হচ্ছেন বাকৃবির পরবর্তী উপাচার্য তা বলা যাচ্ছে না। তবে নিরপেক্ষ শিক্ষকগণ যে কোন কৃষিবিদ শিক্ষককে উপাচার্য হিসাবে দেখতে চান।